জন্ম-শাসন

"সাবধান হও ভারতবাসি! হও সবে হুঁশিয়ার,
এখনও চৈতন্য না হ'লে দেশ হবে যে ছারখার।
বিশ্বে মানুষ যাচ্ছে বেড়ে—শুধু ভারতবর্ষে ভাই।
লাখ লাখ মানুষ বৃদ্ধি বছরে—ভাবনা ধরেছে তাই।
একে ভারতে খাদ্য-সমস্যা—বসবাসের নাই স্থান,
ঘেঁষাঘেঁষি বাসে শেষে কি হবে ওষ্ঠাগত প্রাণ।
এখনও চিন্তা কর সবে ভাই। সতর্ক করে যাই,
নব আন্দোলন গড়ে তোল—"জন্ম-শাসন" চাই।"

শ্রীআদিত্যনাথ দাস প্রণীত

—প্রাপ্তিস্থান—

মহাজাতি সাহিত্য মন্দির

১৬৮/১ সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য—এক আনা মাত্র।

জন্ম-শাসন

ভারতবর্ষে মানুষ বৃদ্ধি বছরে পঞ্চাশ লাখ,
মৃত্যুর চেয়ে জন্ম বেশী—লাগিয়ে দিচ্ছে তাক্।
তেত্রিশ কোটী ভারতবাসি এখন ছত্রিশ কোটী হয়,
আরও আট কোটী গেছে পাকিস্থানে দেশ-বিভাগে হায়!
বছর বছর আধ কোটী ক'রে মানুষ যদি বাড়ে,
বসবাস তখন করবে কেমনে ভারতবর্ষের 'পরে?
তখন তারা করবে কি বাস গাছের ডালে ভাই!
তা হ'লে বিশেষ প্রয়োজনে লেজ একটা চাই।
মানুষ জন্মায় মানুষের মত লেজ তো নাহি রয়,
মাটির মানুষ মাটিতে বাস করবে নিশ্চয়!
জন্মে মানুষের মাটিতে অধিকার মাটিতে চাই স্থান,
ঘেঁষাঘেঁষি বাসে হ'বে কি শেষে ওষ্ঠাগত প্রাণ।
একেতো ভারতে খাদ্য-সঙ্কট—সদাই লেসে রয়,
বিদেশ হ'তে খাদ্য এনে ঘাট্‌তি পুরাতে হয়।
কোটী কোটী টাকা ব্যয় হয় তাতে তবুও দেখি চোখে,
না খেতে পেয়ে অনাহারে মরিছে কত লোকে।
সারা বিশ্বে মানুষ যাচ্ছে বেড়ে এর পরে যদি ভাই!
বিদেশবাসী না যোগায় খাদ্য—কি উপায় ভাব তাই।
অধিক ফসল ফলাবার তরে ভারতবাসীর চেষ্টা রয়,
বছরে লাখ লাখ মানুষ বাড়লে কতটুকু হবে ফলোদয়!

মানুষ কি তখন গাছের পাতা খাবে কিম্বা দেশের মাটী,
অথবা তাহারা বেঁচে রবে, হাওয়া খেয়ে দেশের খাঁটী।
কিম্বা বিজ্ঞান বলে হ'য়ে বলীয়ান্—ইন্‌জেকশান ল'য়ে,
ক্ষুধার জ্বালা মিটায়ে তাহারা বেঁচে রবে শতায়ু হ'য়ে।
অসম্ভব যাহা হয় না সম্ভব—সত্য যাহা ভাই।
একযোগে সবে ধ্বনি তোল—"জন্ম-শাসন" চাই।
ভারতবর্ষের মানুষ বৃদ্ধির আর নাহি প্রয়োজন,
আইন পাশ করি' কর সবে "জন্ম-নিয়ন্ত্রণ"।
বাঁধা ধরা নিয়মে এবার নারীরা সন্তানের জন্ম দেবে,
প্রতি স্বামী-স্ত্রীর তিন চারের বেশী সন্তান নাহি রবে।
তার বেশী সন্তানের সম্ভাবনা থাকিলে কণ্ট্রোল কর তার,
নির্দ্দিষ্ট নিয়মে রোধ কর সবে সন্তান জন্মাবার।
সন্তান জন্ম রোধ করা মিছে ভেবোনা পাপ-দোষ,
অধিক সন্তানের পিতামাতার বরং থেকে যায় আপশোষ।
সন্তান অধিক শুধু জন্ম দেয় তারা পালিতে নাহি পারে,
আধপেটা খেয়ে বেঁচে রয় কেহ অকালে মরে।
শিক্ষা-দীক্ষা পায়না তারা শুধু মানুষের চেহারা পায়,
মানুষ হ'য়ে কি হয় তারা মানুষ—মানুষের মত হায়।
সুখের সংসার শান্তির সংসার গড়্‌তে যদি চাও,
সতর্ক করে দিচ্ছি সবায়—"জন্ম-শাসন" মেনে লও।

———

স্বামী ও স্ত্রী

স্ত্রী। বলি, অত ব্যস্ত ত্রস্ত হয়ে কোথায় চলেছ বলতো শুনি?

স্বামী। আজ পার্কে বড় রকমের একটা মিটিং আছে, ভারতবর্ষে একটা বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে, তার জন্য হ'বে একটা আলোচনা সভা।

স্ত্রী। সমস্যা? কি সমস্যটা শুনি। যদি আমি সে সমস্যা মেটাবার কোন একটা উপায় উদ্ভাবন কর্‌তে পারি।

স্বামী। (হাসিয়া বলিলেন) মানদা! তুমি অর্থাৎ তোমাদের নারী জাতির সে সমস্যা। তোমাদের নিতে হ'বে সে সমস্যা মিটাইবার ভার। তার পূর্ব্বে দেশবাসীর একটা বোঝাপড়া মাত্র।

স্ত্রী। আচ্ছা, বল তোমার সমস্যাটার কথা। বুঝে দেখি সে সমস্যা মিটাইবার গুরুত্ব আমাদের কতখানি।

স্বামী। সমস্যা হচ্ছে পৃথিবীর বংশবৃদ্ধি। তবে আমরা আলোচনা কর্‌বো আমাদের দেশ ভারতবর্ষের কথা। প্রতি বছর একমাত্র ভারতবর্ষে পঞ্চাশ লক্ষ করে মানুষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে। ভেবে দেখবার প্রয়োজন হয়েছে, এই বৃদ্ধি হওয়া শুভ কি না?

স্ত্রী। মানুষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে—পৃথিবীতে ভারতবাসী একটা সংখ্যাগুরু জাতি বলে গণ্য হচ্ছে, এখানে অশুভের কারণ তো কিছু দেখ্‌তে পাই না।

স্বামী। না মানদা! জাতি সংখ্যায় বড় হ'লেই বড় হয় না। সুখে স্বচ্ছন্দে খাওয়া পরার সংস্থান না থাক্‌লে, শিক্ষা-দীক্ষায় বড় হওয়ার সুযোগ না কর্‌তে পার্‌লে, পৃথিবীতে কোন দেশ বড় বলে গণ্য হ'তে পারে না। এমন অনেক দেশ আছে, যারা সংখ্যায় আমাদের দেশের চেয়ে অনেক নগণ্য, তারা কিন্তু আমাদের অপেক্ষা জ্ঞান গরিমায় অনেক বড়, খেয়ে পরে আছে সুখী হ'য়ে। সংখ্যায় নয়

হ'লেও তারা একদিন করেছিল রাজত্ব এবং বাণিজ্যে সারা বিশ্ব-বিজয়! শুধু শিক্ষা-দীক্ষায় তারা বড় হয়েছিল বলে। এমনই অনেক দেশ, পৃথিবীতে আছে, লোক সংখ্যা তাদের কম থাকা সত্ত্বেও তারা জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছে।

স্ত্রী। তা'হলে কি তোমরা চাও ভারতবর্ষে আর যাহাতে মানুষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হয় তার একটা বিহিত ব্যবস্থা করতে।

স্বামী। হ্যাঁ, মানদা! ঠিক-সেই উদ্দেশ্য নিয়ে আজ আমাদের এই আলোচনা সভা। অনেক দিন হ'তে পৃথিবীর তথা আমাদের দেশের অনেক বিশিষ্ট বিশিষ্ট মনিষী জন্ম-নিয়ন্ত্রণের সপক্ষে মতামত ব্যক্ত করে এসেছেন কিন্তু সেদিকে বড় একটা লক্ষ্য করা হয়নি। এখন সত্যই সেটা চিন্তা করবার সময় এসেছে। ভেবে দেখ মানদা! আমাদের এই দেশ ভারতবর্ষ—যে দেশের অধিবাসী ছিল তেত্রিশ কোটী—সে দেশের অধিবাসী কত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। আজ ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হ'য়ে দুই দেশে পরিণত হয়েছে, এক খণ্ড পাকিস্থান রাষ্ট্র অপর খণ্ড ভারতবর্ষ নামে পরিচিত। আমরা ভারতবর্ষের অধিবাসী। এখানকার অধিবাসী সরকারী মতে ৩৬ কোটীর মত। মূল ভারতবর্ষের সিকি অংশ যে জায়গা দু'খণ্ড পাকিস্থানে পরিণত হয়েছে তার অধিবাসী সংখ্যা হচ্ছে ৮ কোটীর মত। এখন একবার চিন্তা করে দেখ মূল ভারতবর্ষের অধিবাসী সংখ্যা কত—৪৪ কোটী দাঁড়াচ্ছে। দেশ বিভাগের পর রাজনৈতিক কারণে পাকিস্থানের অধিবাসী এক সম্প্রদায় আর ওদেশে থাকতে পারলেন না, তাঁহারা আমাদের দেশ ভারতবর্ষে এসে গেলেন, যাঁরা এখনও ওদেশে আছেন, তাঁহারা আসবার জন্য প্রস্তুত হয়েই আছেন, শুধু নিয়মতান্ত্রিক বাধা বিঘ্নের জন্য এখনও সেখানে আছেন। এখন ভেবে দেখ মানদা! এই সব যারা উদ্‌বাস্তু হ'য়ে এদেশে আসছেন, তাঁরা যে তাঁহাদের জায়গা জমি এদেশে সঙ্গে নিয়ে আসছেন না—তাঁদের ঠাঁই দিতে হচ্ছে

আমাদের নিতান্ত পাস কেটে, চাষের জমি ভাগ করে দিয়ে, ব্যবসা, বাণিজ্যে, চাকরী বাকরীতে সুযোগ সুবিধে দিয়ে। এঁদেরকে আশ্রয় দিতে হবে। তাহলে দেখ, সরকারী মতে প্রায় ৩৮ কোটি বর্ত্তিত ভারতবর্ষের অধিবাসী দাঁড়াচ্ছে, বে-সরকারী মতে বলছে অন্ততঃ ৪০ কোটী অধিবাসী হবে। প্রকৃতপক্ষে ৪০ কোটী অধিবাসীর বাসোপযোগী চাষ ও শিল্পোন্নয়নের জন্য যে স্থানের প্রয়োজন ততটুকু স্থান আমাদের নাই। তাহার উপরে যদি প্রতি বছর ৫০ লক্ষ করে মানুষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সমস্যা জটীল হয়ে দাঁড়াবে মানদা! তাই প্রয়োজন হয়েছে জন-বৃদ্ধি রোধ করবার।

স্ত্রী। তাহ'লে বল, "জন্ম-শাসন" করতে হ'বে।

স্বামী। হাঁ, মানদা! আমাদের সেইরূপ মত! এখন থেকে "জন্মকে শাসন" না করলে পরিণামে ভারতবর্ষ একটা জনবহুল দরিদ্র দেশে পরিণত হবে। ঠাঁই নিয়ে মানুষে মানুষে করবে হাতাহাতি, দ্বেষ হিংসায় ভরে উঠবে মানুষের মন—বড় হওয়ার সুযোগ পাবে না কোন দিন।

স্ত্রী। তোমাদের কথা কি 'মনে নেবে জন-সাধারণ? মানুষের একটা স্বাভাবিক শিক্ষা আছে, ভারতবর্ষের মানুষের বড় একটা অংশ এখন অশিক্ষিত, কুসংস্কারে ভরে আছে তাদের মন।

স্বামী। একদিনে হবে না মানদা! তাদের মধ্যে প্রথমে করতে হবে প্রচার, "জন্ম শাসন" করবার জন্য করতে হবে এক বিরাট আন্দোলন—তাতে কিছুটা হ'বে ফলোদয়। অধিক যদি ফল না ফলে তখন আইন পাশ না করে করতে হ'বে "জন্ম-নিয়ন্ত্রণ"।

স্ত্রী। বেশ, তোমাদের মতে সায় দিল জন-সাধারণ। কিম্বা আইনের দ্বারা করা হ'ল জন্ম-নিয়ন্ত্রণ। সকলকে বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল এক নির্দিষ্ট পরিমাণ সন্তান জন্ম হওয়ার পর জন্মকে রোধ করার নিয়ম পদ্ধতি—মেনে চললো দেশবাসী। কিন্তু এই নিয়ম পালনের প

যদি দেখা যায় যে, ভারতবর্ষের মানুষ দিন দিন বেশ ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে, তখন কি করা হ'বে ?

স্বামী। সহজ উপায়। সন্তান রাখার সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হ'বে, যদি তাতেও ফল না হয়—এ নিয়ম বা আইন তুলে দেওয়া যাবে। মানুষের তৈরী নিয়ম-কানুন মানুষের সুখ-সুবিধার জন্য, বদ্‌লাতে তো বেশী সময় লাগবে না।

স্ত্রী। তোমাদের উদ্দেশ্য মহৎ। প্রকৃতই দেশের যা অবস্থা বোঝা যাচ্ছে, তাতে এমনই একটা কিছু না কর্‌লে আর চলে না। সাধারণতঃ দেখা যায়, একটা পরিবারের যদি কতকটা সন্তান-সন্ততি থাকে, প্রকৃতই মানুষ করা যায় না—পিতামাতা তাদের খাওয়া পরাই দিতে পারে না—শিক্ষা-দীক্ষাতো পরের কথা। যাদের ২।১টী সন্তান তারা এক প্রকারে মানুষ তবু করে তুল্‌তে পারে। তোমাদের এ নব আন্দোলন আমি আনন্দের সহিত সমর্থন কর্‌লাম।

স্বামী। (হাসিয়া আনন্দের সহিত স্ত্রীর হাত ধরিয়া বলিলেন) ধন্য মানদা! তোমার যখন সমর্থন পেয়েছি, তখন ভারতের প্রত্যেক মহিলা যত অন্ধকারের মধ্যে থাকুক না কেন, তাঁরা বুঝবেন—তোমার মত সমর্থন করবেন। (স্বামী স্ত্রীর হাত একবার সজোরে টেনে ছাড়িয়া দিয়া সভার দিকে রওনা হইলেন) স্ত্রী হাত নেড়ে নেড়ে তাকে বিদায় অভ্যর্থনা জানাইলেন।)

———

মহাজাতি সাহিত্য মন্দিরের অন্যান্য পুস্তকাবলী

কবিতা —১। বউ কথা কও, ২। গোয়ালা বউ, ৩। বর্ষ উপহার, ৪।
যমরাজার বাংলা
মাসের বিয়ে, ৫। গোস্বামীর নেশা, ৬। ভাতের হাঁড়ি ৭। যমরাজার বাংলায় আগমন, ৮। অমর কীর্তি, ৯। আজাদ হিন্দ ফৌজ, ১০। পেট শাসন, ১১। কন্ট্রোলের ভ[illegible]ভোল, ১২। বাঙ্গালী অন্ন ভাতে, ১৩। শ্যামের বাঁশী, ১৪। ভারতমাতার [illegible]রণ, ১৫। শান্তিরামের বস্ত্র সঙ্কট, ১৬। খাবার ও শাক পাতা, ১৭। ওই রে ওই রাক্ষসী আসে, ১৮। কাপড়ে আগুন, ১৯। হিটলারের নরমেধ যজ্ঞ, ২০। মহাযুদ্ধের সাক্ষীগোপাল, ২১। জয় হিন্দ, ২২। রক্তগঙ্গা, ২৩। নেতাজীর পলায়ন কাহিনী, ২৪। আজাদ হিন্দ্ ফৌজ, ২৫। আজাদ হিন্দ্ নেকড়ে বাঘ, ২৬। সেল ট্যাক্সের প্রতিবাদ, ২৭। ভারত স্বাধীন হলো, ২৮। বিশ্ব শান্তির ডুগ্‌ডুগি, ২৯। বাঙ্গালী হিন্দুর স্বাধীন রাষ্ট্র, ৩০। আশার আলো, ৩১। দুই জাতি দুই দেশ, ৩২। অভয় মরণ, ৩৩। জয় যাত্রা, ৩৪। বুড়োর কাণ্ড, ৩৫। রামধুন সঙ্গীত, ৩৬। ধর্ম্মঘটে চাঁদের হাট, ৩৭। স্বাধীন ভারতের দুর্গোৎসব, ৩৮। নূতন বিয়ের আইন, ৩৯। চিচিং ফাঁক, ৪০। চোখ গেল, ৪১। নূতন যুগের মেয়ে, ৪২। দুর্গাদেবীর মর্ত্তে আগমন, ৪৩। পর্দ্দা ফাঁক, ৪৪। ভেঙ্গে দাও হিন্দু সমাজ।

গল্প —৪৫। ভিখারী, ৪৬। নূতন জামাই, ৪৭। বলিদান, ৪৮। পরাজয়, ৪৯। বাজার দর, ৫০। ডাক্তার জব্দ, ৫১। যমের বাড়ী, ৫২। নিদ্রিত ভগবান, ৫৩। ওঠ, অস্ত্র হাতে লও, ৫৪। ভুঁড়ি অপারেশন, ৫৫। সুখের সংসার, ৫৬। যুদ্ধের বাজারে ডাকাতি, ৫৭। এ দেশের মানুষ, ৫৮। বিয়ে বাড়ী, ৫৯। লজ্জায় খুন, ৬০। গুরু শিষ্যের পরিণাম, ৬১। শ্রীকান্তের শ্রী[illegible] ৬২। হিন্দু মুসলমানের দাবী, ৬৩। নেতাজীর পলায়ন কাহিনী, ৬৪। আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের ঘোষণা, ৬৫। নেতাজীর ভাষণ, ৬৬। ঘোষণা, ৬৭। [illegible] ঝুলি, ৬৮। না আঁচাইলে বিশ্বাস নাই, ৬৯। পাকিস্থানী রসগোল্লা, ৭০। [illegible] বাবুর দুর্গতি, ৭১। রাধার বিয়ে, ৭২। নিষ্ঠুর কে? ৭৩। চপেটাঘাত ৭৪। ভগবানের মার দুনিয়ার বার ৭৫। মহা বলিদান। মহাজাতি সাহিত্য মন্দির হইতে প্রকাশিত ।০, ।৵০ ও ।৶০ আনা মূল্যের পুস্তক হইতে সংগৃহীত [illegible] গল্প ও কবিতা নূতন ভাবে একসঙ্গে ছাপা ও মজবুত বাঁধাই করা। [illegible] ডাক মাশুল সহ ভিঃ পিঃ তে ৩৸০ তিন টাকা বার আনা মাত্র। অগ্রিম [illegible] টাকা না পাঠাইলে ভিঃ পিঃ করা হয় না।

প্রিণ্টার :—শ্রীসন্তোষ কুমার দাস কর্ত্তৃক সরস্বতী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
১৩৮.১ সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।